34464 - মসজদিে নববি যিয়ারত

প্রশ্ন

প্রশ্ন: যে হাজী অথবা উমরাকারী মসজদিে নববি যিয়ারত করতে চান তনিি কি মসজদি যিয়ারতরে নয়িত করবনে? নাকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কবর যিয়ারতরে নয়িত করবনে? মসজদিে নববি যিয়ারত করার আদবগুলো কি কি?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলনে: যদি হাজীসাহবে হজ্জরে আগে অথবা পরে মসজদিে নববি যিয়ারত করতে চান তাহলে তনিি মসজদিে নববি যিয়ারত করার নয়িত করবনে; কবর নয়। কারণ নকেি হাছলি করার জন্য কোন কবরকউেদ্দশ্যে করে সফর করা জায়যে নয়; বরং সফর করা যায় তনিটি মসজদিরে উদ্দশ্যে। সগেুলো হচ্ছে- মসজদিে হারাম, মসজদিে নববি ও মসজদিে আকসা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে বর্ণতি হাদসিে এসছে তনিি বলনে: "তনিটি মসজদি ছাড়া অন্য কোন কছিুকে উদ্দশ্যে করে সফর করা যাবে না: মসজদিে হারাম, আমার মসজদি ও মসজদিে আকসা।"[সহহি বুখারি (১১৮৯) ও সহহি মুসলমি (১৩৯৭)] যিয়ারতকারী যখন মসজদিে নববতিে পৌঁছবে তখন মসজদিে প্রবশে করার জন্য ডান পা এগয়িে দবিে এবং এ দোয়াটি পড়বে:

বসিমল্লিাহ, ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলল্লিাহ। আল্লাহুম্মাগফরিলি যুনুবি, ওয়াফ তাহলি আবওয়াবা রহমাতকি। আউজুবল্লিাহলি আযমি, ওয়া বি ওয়াজহহিলি কারমি, ওয়া বি সুলতানহিলি কাদমি মনিাশ শায়তানরি রাজমি।

(অর্থ- "আমি আল্লাহর নামে শুরু করছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে উপর শান্তি বর্ষতি হোক। হে আল্লাহ! আমার গুনাহগুলো মার্জনা করে দনি। আমার জন্য আপনার রহমতরে দরজাগুলো খুলে দনি। আমি মহান আল্লাহ্র কাছে তাঁর সম্মানতি চহোরা ওঅনাদি ক্ষমতার উসলিায় বতিাড়তি শয়তান থকেে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।")

এরপর যা খুশি নামায পড়বে।উত্তম হচ্ছে- রয়িাদুল জান্নাতে (জান্নাতরে বাগান) নামায আদায় করা। এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে মম্বির ও হুজরা (যখোনে কবরটি রয়ছেে) এর মাঝখানরে স্থান। এ স্থানটুকু জান্নাতরে বাগান। নামায শষেে যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কবর যিয়ারত করতে আসবে তখন আদবরে সাথে কবররে সামনে দাঁড়াবে এবং বলবে: আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবী ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহমি ওয়া আলা আলি ইব্রাহমি ইন্নাকা হামদিুম মাজদি। আল্লাহুম্মা বারকি আলা মুহাম্মদ ওয় আলা আলি মুহাম্মদ কামা বারাকতা আলা ইব্রাহমি ওয়া আলা আলি ইব্রাহমি ইন্নাকা

হামদিুম মাজদি। আশহাদু আন্নাকা রাসূলুল্লাহি হাক্কান। ওয়া আন্নাকা কাদ বাল্লাগতার রসিালা, ওয়া আদ্দাইতাল আমানা, ওয়া নাসাহতাল উম্মাহ, ওয়া জাহাদতা ফল্লিাহি হাক্কা জহিাদহি। ফা জাযাকাল্লাহু আন উম্মাতকিা আফযালা মা জাযা নাবয়িযান আন উম্মাতহিি।

(অর্থ- হে নবী! আপনি নিরিাপদে থাকুন।আপনার উপর আল্লাহর রহমত ও বরকতনাযলি হোক। হে আল্লাহ! আপনি উর্ধ্ব জগতে মুহাম্মদরে ও তাঁর পরবিার-পরজিনরে প্রশংসা করুন।যভোবে আপনি উর্ধ্ব জগতে ইব্রাহমিরে ও তাঁর পরবিার-পরজিনরে প্রশংসা করছেনে। নশ্চিয় আপনি অত্যন্ত প্রশংসতি ও মহামহমিান্বতি। হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ ও তাঁর পরবিার পরজিনরে উপর বরকত নাযলি করুন যমেন আপনি বরকত নাযলি করছেলিনে ইবরাহীম ও তাঁর পরবিার-পরজিনরে উপর। নশ্চিয় আপনি অত্যন্ত প্রশংসতি ও মহামহমিান্বতি। আমি স্পষ্টভাবে সাক্ষ্য দচ্ছি, আপনি আল্লাহর রাসূল। আপনি আপনার উপর অর্পতি রসিালাতরে দায়ত্বি পালন করছেনে। আমানত আদায় করছেনে। উম্মতরে কল্যাণ করার চষ্টো করছেনে। আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করছেনে। আল্লাহ আপনাকে উম্মতরে পক্ষ থকেে উত্তম প্রতদিান দনি"।)

এরপর সামান্য ডানে অগ্রসর হয়ে আবু বকর (রাঃ) এর কবরে সালাম দবিে ও তাঁর জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রার্থনা করবে।

এরপর আরকেটু ডানে অগ্রসর হয়ে উমর (রাঃ) এর কবরে সালাম দবিে ও তাঁর জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রার্থনা করবে। যদি তাঁদরে দুজনরে মর্যাদার সাথে সঙ্গতপিূর্ণ অন্য কোন দোয়া করে সটোও ভাল।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কবররে হুজরা মাসহে করা অথবা হুজরার চর্তুদকিে তাওয়াফ করা কংিবা দোয়ার সময় কবরকে সামনে রাখা জায়যে নয়। কারণ আল্লাহর নকৈট্য হাছলি করতে হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যে বধিান দয়িছেনে তার আলোকে। ইবাদতগুলোর ভত্তিি হতে হবে অনুকরণ; অভনিব কোন কছিু নয়। আর নারীর জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কবর বা অন্য কারো কবর যয়িারত করা জায়যে নয়। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "কবর যয়িারতকারী নারীদরে উপর লানত হোক"[সুনানে তরিমজিী, আলবানী সহহি তরিমজিী গ্রন্থে হাদসিটকিে হাসান বলছেনে] তবে নারীগণ তাদরে স্ব স্ব স্থানে থকেে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে প্রতি সালাত ও সালাম(রহমত ও শান্তি) প্রার্থনা করবনে। যে কোন স্থান থকেে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে প্রতি সালাত ও সালাম পশে করা হোক না কনে সটো তাঁর কাছে পৌঁছানো হয়। হাদসিে এসছে- তোমরা যখোনে থাক না কনে আমার প্রতি দরুদ পড়। তনিি আরও বলনে: আল্লাহর পক্ষ থকেে কছিু ফরেশেতা জমনিে ঘুরে বড়োন। তারা আমার উম্মতরে সালাম আমার নকিটে পৌঁছে দনে"[সুনানে নাসাঈ (১২৮২), আলবানী সহহি নাসাঈ (১২১৫) গ্রন্থে হাদসিটকিে সহহি বলছেনে] (জ্ঞাতব্য: হাদসিে زُوَّارات শব্দটি زائرات শব্দরে অর্থে ব্যবহৃত হয়ছে। কনেনা زُوَّارات শব্দটি زُوّار অর্থ- زائر (যয়িারতকারী) শব্দরে বহুবচন। দখেুন: শাইখ বকর আবু যায়দে এর যয়িারাতুল কুবুর লনি নসিা, পৃষ্ঠা- ১৭) পুরুষদরে জন্য মদনিার বাকী কবরস্থান যয়িারত করা বাঞ্ছনীয়। যয়িারতকালে বলবনে:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِينَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ اللهُمَّلَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ.

(অর্থ- ও মুমনি, মুসলমান কবরবাসী! আপনাদরে উপর শান্তি বর্ষতি হোক। আমরাও অচরিইে আপনাদরে সাথে মলিতি হব। আল্লাহ তাআলা আমাদরে ও আপনাদরে মধ্যকার অগ্রবর্তী বাপশ্চাৎবর্তী সকলকে ক্ষমা করে দনি। আমরা আমাদরে ও আপনাদরে জন্য আল্লাহর কাছে নরিাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমাদরেকে তাদরে সওয়াব থকেে বঞ্চতি করবনে না। তাদরে মৃত্যুর পরআমাদরেকে ফতেনাগ্রস্ত করবনে না। আমাদরেকে ও তাদরেকে ক্ষমা করে দনি।)

যদি ওহুদ পাহাড়ে যতেে চায় এবং সখোনে গয়িে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীবর্গ সইে যুদ্ধে যে ত্যাগ, পরীক্ষা ও শাহাদাতরে নজরানা পশে করছেনে সগেুলো স্মরণ করতে চায় এরপর সখোনে শায়তি শহীদদরে কবরে সালাম দতিে চায় উদাহরণ রাসূলরে চাচা হামযা বনি আব্দুল মোত্তালবেরে কবরে এতে কোন অসুবধিা নইে। বরং এটি জমনিে ভ্রমণ করার যে নর্দিশে তার অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহই ভাল জাননে।